ভোরের কাগজ

ভোরের কাগজ

তারিখ 10 NOV 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

উপবৃত্তির কার্যক্রম বন্ধ

গোপালগঞ্জ সদর ও মুকসুদপুর থানায় ছাত্রী সংখ্যা কমে গেছে

গোপালগঞ্জ প্রতিনিধি : গোপালগঞ্জ জেলার সদর ও মুকসুদপুর থানায় ১৯৯৭ সাল থেকে ছাত্রী উপবৃত্তির কার্যক্রম বন্ধ থাকায় বেসরকারি নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ছাত্রীসংখ্যা কমে গেছে। দুই থানার বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষকগণ এবং বাংলাদেশ শিক্ষা সমিতি গোপালগঞ্জ জেলা কমিটি এ প্রকল্প চালু করার জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগ করে স্মারকলিপি প্রদান করে।

গত আগস্টে উক্ত থানার শিক্ষক প্রতিনিধিগণ ঢাকায় শিক্ষা ভবনে প্রকল্প পরিচালক সিরাজুল ইসলামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে প্রকল্পের কাজ অবিলম্বে চালু করার বিষয়ে আলাপ করেন। পরবর্তী উক্ত প্রকল্পের বাঘারপাড়া থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রকল্প কর্মকর্তা মিজানুর রহমনাকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দিয়ে গোপালগঞ্জে পাঠানো হলেও তার জন্য কোনো অফিস, জনবল এবং অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হয়নি। এমতবস্থায় তিনি বাঘারপাড়া থেকে মোটরসাইকেল করে গত ২৪ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জে এসে প্রধান শিক্ষকদের কাছে উপবৃত্তির ছাত্রী, অভিভাবক ও প্রধান শিক্ষকদের একটি ফরম, চুক্তিপত্র এবং ছাত্রীদের অডিট নম্বরসহ তালিকা প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন কাগজপত্র দিয়ে যান। ঐ ফরমপত্র গত ৪ নভেম্বর গোপালগঞ্জ এসে নিয়ে যাওয়ার কথা। প্রধান শিক্ষক যথারীতি উক্তদিন গোপালগঞ্জে এলেও প্রকল্প কর্মকর্তা মিজানুর রহমান আসেননি। ৫ নভেম্বরও তারা গোপালগঞ্জ আসেন। কিন্তু উক্ত কর্মকর্তা আসেননি। ফলে প্রধান শিক্ষকরা হয়রানি ও ভোগান্তির শিকার হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

এহেন ভোগান্তি ও হয়রানির জন্য বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি গোপালগঞ্জ জেলা কমিটির সভাপতি এম এম গোলাম মোস্তফা এবং সাধারণ সম্পাদক শওকত চৌধুরী এক যুক্ত বিবৃতিতে ক্ষোভ প্রকাশ করে অবিলম্বে গোপালগঞ্জ ও মুকসুদপুরে প্রয়োজনীয় লোকবলসহ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পূর্ণাঙ্গ একটি অফিসের ব্যবস্থা করার দাবি জানান।

উল্লেখ্য, এর আগে উক্ত দুই থানায় ছাত্রী উপবৃত্তি কার্যক্রম চলে আসছিল স্থানীয় এনজিও সংস্থার অর্থায়নে।